দান ও উপহারে সমৃদ্ধশালী সাবেক সাংসদ জয়নাল

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর ১ (সংসদীয়-৭৩) আসনের জন্য ভোটযুদ্ধে অংশ নিতে সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদিন স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন। এর আগে ২০০৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত তিনি মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। ২০১৪ সালের দশম নির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও পরবর্তীতে তিনি প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন। মধ্যবর্তী এই সময়ে তার আয় ও সম্পদ বেড়েছে কয়েক গুণ।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্রের সাথে দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী তার অস্থাবর সম্পদের মূল্য ১ কোটি ৩৯ লাখ ২৭ হাজার টাকা, ২০০৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় দেওয়া হলফনামাতে তার অস্থাবর সম্পদ ছিল ৪ লাখ ২ হাজার টাকার। মধ্যবর্তী এই সময়ে তার অস্থাবর সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৪ গুণ।

২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে তাঁর বার্ষিক আয় ছিল ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ১০ হাজার টাকাতে।
দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

যাচাই-বাছাইয়ের পর তাঁর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষিত হয়েছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় তার বার্ষিক আয়, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের যে বিবরণী পাওয়া গেছে তা বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য মিলেছে।

বর্তমানে জয়নাল আবেদীনের মোট বার্ষিক আয় ৪ লাখ ১০ হাজার টাকা। এর মধ্যে তিনি কৃষিখাত থেকে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা ও ব্যবসা থেকে ২ লাখ ৬০ হাজার টাকা আয় করেন। ২০০৮ সালে থেকে ব্যবসা তার বার্ষিক আয় ছিল ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা।

জয়নাল আবেদীনের বর্তমান স্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত তিন বিঘা ১৬ কাঠা কৃষি জমি, ২ বিঘা ১৩ কাঠার অকৃষি জমিও পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত। বাগোয়ানে একতলা পাকা বাড়ি এবং রাজউকের একটি প্লট যার মূল্য ৩০ লাখ ৬০ হাজার টাকা। তার স্ত্রীর নামে রয়েছে ৭ বিঘা কৃষি জমি, যার মূল্য দেখানো হয়েছে ৪ লাখ ৪৫ হাজার